

সূরা আল্লাকাসাস-২৮

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

সাধারণভাবে সকলের সম্মিলিত অভিমত হলো, বর্তমান সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। হয়রত উমর ইবনে মুহাম্মদ এর মতে, নবী করীম (সা:) হিজরতের সময় যখন মদীনার পথে ছিলেন তখন এটি অবতীর্ণ হয়। সূরাটির এই আয়াত, “নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কুরআনের (গুরু আমল করা) বাধ্যতামূলক করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে (সেই) স্থানে ফিরিয়ে আনবেন” (আয়াত ৮৬)- থেকে প্রমাণিত হয়, নবী করীম (সা:) তখনো মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন যখন তাঁকে বলা হয়েছিল, প্রথমে বিজিতের মতো তাঁকে মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে, কিন্তু অবশেষে বিজয়ীর বেশে তিনি আবার এখানে প্রত্যাবর্তন করবেন। পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বলা হয়েছিল, “অতএব যে হেদায়াত পাবে সে তার নিজের প্রাপ্তের কল্যাণের জন্যই হেদায়াত পাবে এবং যে পথভূষ্ঠ হবে তুমি (তাকে) বল, আমি তো কেবল সতর্ককারীদের একজন” (নামুল: ৯৩)। উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, কুরআনের শিক্ষা প্রচার করার জন্য কোন বলপ্রয়োগ করা বৈধ নয়। কুরআনের এই দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বর্তমান সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

বিষয়বস্তু

‘তা সীন মীম’ দ্বারা যে সব সূরা শুরু হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে বর্তমান সূরাটি তৃতীয় এবং সর্বশেষ। যেহেতু এই তিনটি সূরা একই ধরনের “হুরফে মুকাভায়াত” দ্বারা শুরু হয়েছে, তাই এদের বিষয়বস্তুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান। এদের প্রত্যেকটির শুরুতে এবং সমাপ্তিতে কুরআনের ঐশ্বী অবতরণ এবং এর অন্যান্য শিক্ষার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। ২৬ নং সূরায় হয়রত মূসা (আঃ) কর্তৃক ফেরাউনের নিকট ঐশ্বী-বাণী প্রচারের বিষয়ে বেশ কিছু আলোচনা রয়েছে। ৭ নং সূরায় হয়রত মূসা (আঃ) কাশ্ফের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার মহান শান ও গৌরবের যে জ্যোতির্বিকাশ অবলোকন করছিলেন এবং আশিসমণ্ডিত ‘তৃতীয়’ উপত্যকায় তাঁর যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। বর্তমান সূরায় হয়রত মূসা (আঃ) এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, যেমন- অলৌকিকভাবে তাঁকে সাগরবক্ষ থেকে উদ্বার, তাঁর শৈশব, মৌবন, হিজরত এবং নবুওয়ত প্রাপ্তির ঘটনাটি যেরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, এককভাবে অন্য কোন সূরায় তেমনটি হয়নি। এর অন্তিমিহিত তাৎপর্য এটাই, হয়রত মুহাম্মদ (সা:), যিনি হয়রত মূসা (আঃ) সদৃশ একজন নবী, তাঁর জীবনেও হয়রত মূসা (আঃ) এর অনুরূপ অনেক ঘটনা সংঘটিত হবে, যদিও সেই সব ঘটনা হবে ভিন্ন অবস্থায় ও তা সময়ের ব্যাপার।

ফেরাউনের রাজত্বে বনী ইসরাইলের কী করণ অবস্থা হয়েছিল তার বর্ণনাসহ বর্তমান সূরাটি শুরু হয়েছে। বঙ্গুত ফেরাউন তার নিষ্ঠুর শোষণ এবং দমন-নীতির মাধ্যমে বনী ইসরাইলদের পুরুষোচিত সমস্ত গুণবলী ধ্রংস করতে চেয়েছিল। এভাবে ফেরাউন কর্তৃক বনী ইসরাইলের অবমাননা নিষ্ঠিত পর্যায়ে পৌছায়। তখন তাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্ তাআলা হয়রত মূসা (আঃ)কে প্রেরণ করেন এবং তাদের চোখের সামনে ফেরাউন এবং তার শক্তিশালী সেনাদলকে সাগরে ডুবিয়ে মারেন। হয়রত মূসা (আঃ) এর জীবনের এই ঘটনার বর্ণনার পর সূরাটিতে হয়রত মুহাম্মদ (সা:) এর আবির্ভাব সংক্রান্ত যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলে দেখতে পাওয়া যায় তার উল্লেখ করা হয়েছে এবং কুরায়শদের উদ্দেশ্যে হয়রত মুহাম্মদ (সা:)কে মেনে নেবার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা হয়েছে, যদি তারা হয়রত মুহাম্মদ (সা:)কে স্বীকার করে নেয় তাহলে তারা পূর্ব-নির্ধারিত সকল ঐশ্বী অনুগ্রহ ও জাগতিক কল্যাণের অধিকারী হবে এবং অচিরেই মক্কা নগরী এক নতুন আদোলনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু তারা যদি হয়রত মুহাম্মদ (সা:)কে অস্বীকার করে তাহলে এর পরিণতিতে তারা আল্লাহ্ তাআলার অস্ত্রুষ্টি অর্জন করবে। তারপর সূরাটিতে বলা হয়েছে, অবিশাসীরা সত্যের ক্রমাগত অস্বীকৃতির ফলে যখন ঐশ্বী আয়াবে নিপত্তি হয় তখন তারা তাদের নেতাদেরকে দোষারোপ করতে থাকে এবং বলে, তাদের ভুল পথে পরিচালিত করার এবং তাদের সর্বনাশ করার জন্য এসব নেতাই দায়ী। অন্যদিকে নেতারা তাদের দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করে, এমনকি অন্ধভাবে তাদেরকে অনুসরণ করার জন্য এসব লোকদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ণণ করে। তবে ঐশ্বী-বাণীকে অস্বীকার করার পিছনে প্রকৃত যে কারণ তা হলো, সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী লোকজন এই জাগতিক ঐশ্বর্য ও উপকরণে গর্বিত থাকে এবং এই জড় সম্পদকে তাদের নিরাপত্তার নিশ্চিত অবলম্বন হিসাবে বিবেচনা করে। এই মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহ্ তাআলার নবী-রসূলগণকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখে, তাঁদের সাথে হাসি-ঠাণ্ডা করে এবং তাঁদেরকে নানা প্রকার উৎপীড়ন করে। অথবা

ইতিহাসের এই মহান শিক্ষাকে তারা ভুলে যায় যে সত্যের বিরক্তাচরণকারীরা সর্বদাই ঐশ্বী আয়াবে নিপত্তিত হয়েছে এবং সত্যের অঙ্গীকার করার ব্যাপারে যারা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে পরিণামে তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সূরাটির শেষাংশে একটি অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হয়েছে, হ্যরত মুসা (আঃ) যেভাবে মিসর থেকে হিজরত করে মিদিয়ান গমন করেছিলেন, সেখানে দশ বছর অবস্থান করেছিলেন এবং পুনরায় মিদিয়ান থেকে মিসর গিয়ে ফেরাউনের কবল থেকে বনী ইসরাইলকে উদ্ধার করেছিলেন, অনুরূপ ঘটনা হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জীবনেও ঘটবে। হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ)কেও তাঁর মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে এক নতুন জায়গায় (মদীনা) দশ বছর অবস্থান করতে হবে। এরপর সেখান থেকে তিনি তাঁর জন্মভূমিতে (মক্কা) ফিরে আসবেন এবং মক্কা বিজয় করে ইসলামকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন। সূরাটির শেষ কয়টি আয়াতে এর বিষয়বস্তুকে পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর এই বিষয়ে সামান্য ধারণাও ছিল না যে তাঁকে ঐশ্বী-বাণী প্রচারের দায়িত্ব দেয়া হবে। কিন্তু এখন যেহেতু এই মহান দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, তাই তাঁর উচিত সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ'র দিকে আহ্বান করা। পরিশেষে আল্লাহ'র ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে নিরঙ্গসাহিত না হয়ে নির্ভাক ও একাগ্রতার সাথে তিনি যেন এই দায়িত্ব পালন করে যান— সেই নির্দেশ সহকারে সূরাটি শেষ হয়েছে।

সূরা আল কাসাস-২৮

মঙ্গি সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ৮৯ আয়াত এবং ৯ রংকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। *তায়েবুন, সামী'উন 'আলীমুন অর্থাৎ পবিত্র, সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ-১৯৫-ক ।

طَسْمَ ②

৩। *এগুলো এক সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত ।

تَلَكَ أَيْتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ③

★ ৪। যারা ঈমান আনে তাদের (কল্যাণের) উদ্দেশ্যে আমরা তোমার কাছে মূসা ও ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পড়ে শুনাচ্ছি ।

نَشْلُوا عَلَيْكَ مِنْ تَبِياً مُؤْسَى وَ فِرْعَوْنَ
بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ④

৫। *নিশ্চয় ফেরাউন দেশে উদ্ভৃত হয়ে উঠেছিল এবং এর অধিবাসীদের দলে উপদলে বিভক্ত করেছিল^{১৯৬}। সে তাদের একটি দলকে অসহায় করে দিত । (সে) *তাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখতো । নিশ্চয় সে ছিল নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের একজন ।

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ
أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ
يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ
إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ⑤

৬। আর দেশে যাদের অসহায় মনে করা হয়েছিল আমরা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে (জাতির) নেতৃ বানাতে এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিতে চাইলাম

وَ نُرِيدُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اشْتَضَعُفُوا
فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلُهُمْ
الْوَرَثِينَ ⑥

দেখুন ৪ ক. ১৪১ খ. ২৬৪২; ২৭৪২ গ. ১২৪২; ১৫৪২; ২৬৪৩; ২৭৪২ ঘ. ১০৪৪৪ ঙ. ২৪৫০; ৭৪১৪২; ১৪৪৭ ।

২১৯৫-ক। টীকা ২১৪৩ দ্রষ্টব্য ।

২১৯৬। এই বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা ওপনিবেশিক শক্তিগুলো কর্তৃক 'ডিভাইড এন্ড রুল' (বিভক্ত কর এবং শাসন কর) নীতি যেমন মারাওক পরিগতির সাথে অনুসৃত হয়েছে তেমনি ফেরাউনও অনুরূপ নীতি সফলতার সঙ্গে অনুসরণ করেছিল বলে প্রতিপন্ন হয় । ফেরাউন মিসরবাসীদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করেছিল এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিস্বাদ সৃষ্টি করে দিয়েছিল । তাদের কাকেও সে সুবিধা দিত এবং অন্যান্যকে শোষণ করতো এবং দাবিয়ে রাখতো । হ্যরত মূসা (আশ) এর জাতি ছিল শেষোক্ত দুর্ভাগ্য শ্রেণীর । 'তাদের পুত্রদের হত্যা করতো এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখতো' উক্তি থেকে বুৰা যায়, ফেরাউন বাহ্যিকভাবে ইসরাইলীদেরকে স্থায়ীভাবে বশে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের পুত্র সন্তান ও পুরুষদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো । এই অর্থ বহন করা ছাড়াও এর মর্মার্থ এরূপও হতে পারে, তার এই শোষণ এবং নিষ্ঠুর দমন নীতি দ্বারা ফেরাউন তাদের পুরুষেচিত গুণাবলী ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল এবং তাদেরকে নারী জাতির মতো দুর্বল করে দিতে চেয়েছিল ।

৭। ৰ-এবং দেশে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে^{১১৭} চাইলাম যাতে আমরা ফেরাউন ও হামান^{১১৮} এবং উভয়ের সেনাবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেই^{১১৯}, যে সম্পর্কে তারা তাদের (অর্থাৎ বনী ইসরাইলের) কাছ থেকে আশঙ্কা করতো ।

৮। ৰ-আর আমরা মূসার মায়ের প্রতি ওহী করেছিলাম, 'তুমি তাকে দুধ পান করাও । আর তুমি যখন তার স্বরক্ষে আশঙ্কা করবে তখন তাকে নদীতে ফেলে দিও । আর তুমি ভয় করো না এবং দুষ্পিত্তাগ্রস্তও হয়ো না । আমরা নিশ্চয় তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রসূলদের মাঝ থেকে (এক রসূল) বানাবো ।'

★ ৯। আর ৰ-সে (অর্থাৎ মূসা) যে তাদের এক শক্র^{১২০} হবে এবং দুর্দশার কারণ হবে, (এ বিষয়ে অনবিহিত) ফেরাউনের পরিবার তাকে তুলে নিল । নিশ্চয় ফেরাউন ও হামান এবং তাদের সেনাদল ছিল পাপী ।

১০। আর ফেরাউনের স্ত্রী বললো, '(এ যে) আমার ও তোমার জন্য চোখ জুড়ানোর (কারণ হবে)! একে হত্যা করো না । সে আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করতে পারি ।' অথচ তারা (এর পরিণতি) আঁচ করতে পাচ্ছিল না^{১২১} ।

দেখুন : ক. ৭১৩৮; ২৬৬০; ৪৪৪২৯ খ. ২০৯৩৯ গ. ২০৯৪০ ।

২১৯৭। মিসরে ইসরাইলীদের চরিত্র হনন যখন নিষ্ঠতর বিন্দুতে পৌছেছিল এবং ফেরাউন ও তার লোকদের অবিচারের পেয়ালা যখন কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর অব্যর্থ সুবিজ্ঞ নিয়মে এই আদেশ জারি করলেন, অত্যাচারীদের শাস্তি হওয়া উচিত এবং যারা দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তাদেরকে মুক্ত করার জন্য তিনি হ্যরত মূসা (আঃ)কে আবির্ভূত করলেন । এই অবস্থা, যা প্রত্যেক প্রেরিত নবী-রসূলের যুগেই ঘটেছিল, তা সর্বাপেক্ষা পূর্ণভাবে এবং লক্ষণীয়ভাবে সংঘটিত হয়েছিল ইসলাম ধর্মের নবী হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কার্যকালে ।

২১৯৮। 'অ্যামন' দেবতার প্রধান পুরোহিতের উপাধি ছিল 'হামান' । মিসরীয় ভাষাতে 'হাম' এর অর্থ উচ্চ মর্যাদার পুরোহিত । মিসরীয়দের বিশ্বাস অনুযায়ী অ্যামন দেবতা অপর সমস্ত মিশ্রীয় দেব-দেবীকে নিয়ন্ত্রণ করতো । হামান ছিল রাজকোষ এবং শস্যভাণ্ডার উভয়ের পরিচালক এবং সৈন্যদলের এবং থীবসবাসী সকল কারিগরদেরও পরিচালক । তার নাম ছিল নেবুনেফ এবং সে রাজা দ্বিতীয় রামেসিস এবং তার পুত্র মেরেনেপ্তার অধীনে প্রধান পুরোহিত ছিল । দেশের সমস্ত যাজকবর্গের সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী যাজকীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হওয়ার কারণে তার ক্ষমতা ও সম্মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল । সে অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক বিরোধী দল নিয়ন্ত্রণ করতো, এমন কि তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীও ছিল (এ স্টোরী অব ইজিপ্ট বাই জেমস হেনরী ব্রেস্টেড, পি.এইচ.ডি) । পারস্য স্বাট আহাস্যুরাস, যিনি হ্যরত মূসা (আঃ) এর অনেক যুগ পরে বাস করতেন, তারও এক মন্ত্রীর নাম 'হামান' ছিল বলে কথিত আছে । একই নামের দুব্যক্তি ভিন্ন দুসময়ে থাকা কোন আচর্য বা আপত্তিকর কিছু নয় ।

২১৯৯। শোষণ এবং নির্যাতন তার সত্ত্বার মধ্যে প্রতিশোধের বীজ জন্ম দেয় এবং শোষণকারীরা ও অত্যাচারীরা কখনো নিজেদেরকে সেই সমস্ত লোকের বিদ্রোহ থেকে নিরাপদ মনে করে না, যাদেরকে তারা শোষণ করে, দাবিয়ে রাখে এবং নির্যাতন করে । অত্যাচারীর যত অধিক, তত অধিক তাদের ভয় থাকে অত্যাচারীতদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের । ফেরাউনকেও এই ভয় পেয়ে বসেছিল ।

وَنُمِكِّنَ لَهُمْ فِي أَكَارِضٍ وَنُرِيَ
فِرْعَوْنَ وَهَا مَنْ وَجْنُودَهُمَا مِنْهُمْ
مَّا كَانُوا يَحْذِرُونَ^⑥

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ مُؤْسَى أَنَّ آذِنَنَا
فَإِذَا حَفِتَ عَلَيْنِي فَالْقِيَمَةُ
كَلَّ تَخَافِنِي وَلَا تَحْزَنِي جَرِيَّاً
لَيْلَكَ وَجَاءَ عَلَوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ^⑦

فَالْتَّقَطَهَا أُلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ
عَذْلًا وَحَرَثَنَادِ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَا مَنْ وَ
جْنُودَهُمَا كَانُوا خَطِئِينَ^⑧

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِ
لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُهُ تُبَعِّدَ عَسَى أَنْ
يَنْفَعَنَا أَوْ تَنْخَذَهُ وَلَدًا وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ^⑨

★ ১১। আর মূসার মায়ের হন্দয় (দুশ্চিন্তা) মুক্ত হয়ে গেল। আমরা যদি তার অন্তর সুদৃঢ় করে না দিতাম তবে সম্ভবত সে তার (অর্থাৎ মূসার) পরিচয় প্রকাশ করে দিত। (তাই আমরা এরপ করেছি) যাতে সে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়।^{১১০২}

★ ১২। আর সে (অর্থাৎ মূসার মা) তার (অর্থাৎ মূসার) বোনকে বললো, ‘তুমি তার অনুসরণ কর।’ সে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু তারা (অর্থাৎ ফেরাউনের লোকেরা) কিছুই জানতো না।

★ ১৩। আর এর আগেই আমরা স্তন্য দাত্তীদেরকে তার (অর্থাৎ মূসার) কাছে অগ্রহণযোগ্য করে দিলাম। অতএব সে (অর্থাৎ মূসার বোন) বললো, ‘আমি কি এমন এক পরিবারের কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যারা তোমাদের পক্ষে তাকে লালনপালন করবে এবং তার অক্রিম হিতাকাঙ্ক্ষী হবে?’

★ ১৪। এভাবেই আমরা তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে
১ দিলাম যেন তার চোখ জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং যেন সে
[১৪] ২ জানতে পারে আল্লাহর প্রতিশ্রূতি সত্য। কিন্তু তাদের
৩ অধিকাংশই (তা) জানে না।

১৫। আর সে যখন পরিপক্ষ বয়সে পৌছলো এবং (উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো তখন আমরা তাকে সূক্ষ্মবিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।^{১১০৩}

ষষ্ঠী

দেখুন : ক.২০৪৪১ খ. ১২৪২৩; ৪৬৪১৬।

২২০০। ‘লিইয়াকুনা’ (যার পরিণাম হলো) শব্দে ‘লাম’কে বলা হয় লামে ‘আকেবা’ যা ফলাফল ও পরিণতি বুবায়।

২২০১। আল্লাহ তাআলার নিয়ম-কানুন বাস্তবিকই দুর্জ্যের ও আশ্চর্যজনক। ফেরাউন কি জানতো, যার ওপর সে আদর-যত্ন চেলে দিচ্ছে সেই শিশুই একদিন তার জন্য নিয়তির হাতে শাস্তির উপকরণ বলে প্রমাণিত হবে। কারণ ফেরাউন ঐশ্বী আদেশের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা ও বিদ্যুপাত্রক ব্যবহার করেছিল, ইসরাইল জাতিকে এক সুদীর্ঘকালের জন্য দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছিল এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল।

২২০২। হ্যরত মূসা (আঃ) এর মা তার নিকট মূসাকে ফিরিয়ে দেয়াতে এত বেশ খুশি হয়েছিলেন যে আনন্দাতিশয়ে তিনি ঘোষণা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তিনিই ঐ সত্তানের অধিকারী। যদি আল্লাহ তাআলা তাঁকে পূর্বাহ্নে সংযত না করতেন তাহলে তিনি লোকদেরকে সম্পূর্ণ ঘটনা বলেই দিতেন, কীরুপে তিনি ঐশ্বী-বাণী প্রাণ হয়েছিলেন এবং তদনুসারে কীরুপে শিশুকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, ইত্যাদি।

২২০৩। হ্যরত মূসা (আঃ) পার্থিব এবং ঐশ্বী জানে পূর্ণ পরিপক্ষ ছিলেন। সেই যুগে এক ক্ষমতাশালী বাদশাহের গৃহ-শিক্ষকের নিকট তৎকালীন বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর দৈহিক বিকাশও সৃষ্টাম ছিল, যা পরবর্তী আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় এবং তিনি সৎ আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা এক মহান ভবিষ্যতের জন্য তাঁকে পূর্বাহ্নেই মনোনীত করেছিলেন, সেহেতু তিনি তাঁকে গতীর বিচক্ষণতায় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভূষিত করেছিলেন। ইতোমধ্যে হ্যরত মূসা (আঃ) পরিণত অবস্থায় পৌছেছিলেন। তিনি পরোপকারী ছিলেন এবং সর্বদা সৎকর্মশীল ছিলেন।

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُفِرْ مُوسَى فِرْعَادَان
كَادَث لَتَبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطَنَا عَلَى
قَلْبِهِ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ^⑪

وَقَالَتْ لِإِخْتِيهِ قُصَيْهُ زَفَصَرَثْ بِهِ
عَنْ جُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ^⑫

وَحَرَّ مَنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِمَ مِنْ قَبْلِ
فَقَاتَتْ هَلْ أَدْلُكْمَ عَلَى آهِلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ^⑬

فَرَدَدَنَهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَهَا وَكَيْ
تَخْرَنَ وَلَتَعْلَمَ أَنَّ وَغَدَ اللَّوْحَقِ
وَلِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَخْلُمُونَ^⑭

وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَدَهُ وَاسْتَوَى أَتَيْنَاهُ
حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذِلِكَ نَهَزِي
الْمُخْسِنِينَ^⑮

★ ১৬। আর লোকদের ঘুমন্ত অবস্থায় সে শহরে প্রবেশ করলো। আর সেখানে সে দুজনকে মারামারি করতে দেখলো। (এদের) একজন ছিল তার স্বগোত্রীয় এবং অন্যজন ছিল তার শক্রপক্ষের। আর যে তার স্বগোত্রীয় ছিল সে তার শক্রপক্ষের লোকটির বিরুদ্ধে তার (অর্থাৎ মূসার) সাহায্য চাইল^{১৩০৪}। তখন ক্ষমা তাকে ঘুষি মারলো এবং (এতে) তার মৃত্যু ঘটলো। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, ‘এটা শয়তানের কাজ^{১৩০৫}। সে অবশ্যই এক শক্র, প্রকাশ্য এক প্রতারক।’

১৭। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি নিশ্চয় নিজের প্রাণের ওপর যুলুম করেছি^{১৩০৬}। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর।’ সুতরাং তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৮। সে বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তাই আমি ভবিষ্যতে কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না’^{১৩০৭}।

দেখুন : ক.২০৪১; ২৬৪২০।

২২০৪। অত্যন্ত সাধু প্রকৃতিবশত এবং অতি উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ায় হয়রত মূসা (আঃ) সর্বদা দুর্বল এবং অত্যাচারিতদের সাহায্যে প্রস্তুত থাকতেন। এমতাবস্থায় একজন তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে মূসা (আঃ) তাকে রক্ষা করতে তৎক্ষণাত্ম অগ্রসর হয়েছিলেন।

২২০৫। আরবী ভাষার বাগধারা অনুযায়ী ‘এটা শয়তানের কাজ’ উক্তির অর্থ হলো, এক মন্দ ব্যাপার ঘটে গেছে। হয়রত মূসা বলছেন, শয়তান এক মিসরবাসী এবং একজন ইহুদীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়েছিল এবং আমি অত্যাচারিত ইহুদীর সাহায্যার্থে এসেছিলাম, যার ফলে একটি অনুচিত ঘটনা ঘটে গেল অর্থাৎ এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলো। অথবা হতে পারে, এই উক্তি মিসরবাসীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল এই অর্থে যে, ‘এটা তোমার শয়তানী কর্মের ফল’ অর্থাৎ ‘তোমার মৃত্যু তোমার আপন দুর্কর্ম ও পাপের পরিণাম।’ ঘটনাটি এই ছিল যে হয়রত মূসা (আঃ) কোন মারাত্মক অন্ত ব্যবহার করেননি এবং মিসরীয়কে শুধু প্রতিহত করেছিলেন বা তাকে মৃষ্টাঘাত করেছিলেন। এতে এটাই প্রাণিত হবে, শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ছিল এক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা মাত্র। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, তাকে হত্যা করার কোন উদ্দেশ্য হয়রত মূসা (আঃ) এর ছিল না। পবিত্র কুরআন মিসরীয় লোকটির দুর্কর্মের উল্লেখ করেনি, তবে এই আয়াতে মূসা (আঃ) এর কথার মধ্যে এর ইঙ্গিত রয়েছে। এক ইসরাইলী স্ত্রীলোককে মিসরীয় লোকটি কর্তৃক জবরদস্তি তার সঙ্গে ব্যভিচারে বাধ্য করার কথা বর্ণিত আছে। বাহ্যত এটাই ছিল আয়াতে উল্লেখিত কলহের সূত্রপাত এবং পরিশেষে হয়রত মূসা (আঃ) এর হস্তক্ষেপ এবং মিশরবাসী ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটে (যিউ এনসাইক ‘মোজেস’ অধ্যায়)।

২২০৬। ‘যাল্লাহ’ অর্থ সে তার ওপর গুরুতর চাপিয়েছিল যা বহনে সে অক্ষম ছিল, সে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করেছিল (লেইন এবং মুফরাদাত)। হয়রত মূসা (আঃ) উপলক্ষ্য করেছিলেন, বেচারা ইহুদীকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে মিসরীয় লোকটিকে মেরে ফেলেছিলেন এবং এর ফলে নিজেকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করেছিলেন এবং নিজের ওপরে এমন বোৰা চাপিয়ে ছিলেন যা বহন করতে তিনি বাহ্যত অক্ষম ছিলেন। অতএব হয়রত মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নিকট মন্দ পরিণতি থেকে (যা শাসক জাতির এক ব্যক্তিকে অনিষ্টাকৃত হত্যার কারণে উঙ্গিবের আশঙ্কা ছিল) রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন।

২২০৭। তফসীরাধীন আয়াতে হয়রত মূসা (আঃ)কে বলতে দেখা যায়, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যেহেতু তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে, সেহেতু আমি ভবিষ্যতে কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না।’ অথবা এক্ষেপ বুঝাতে পারে, ‘হে আমার প্রভু! যেহেতু সর্বদা তুমি আমার প্রতি দয়াশীল ও ক্ষমাশীল, আমি কীরুপে অত্যাচারীর সাহায্যকারী ও সমর্থনকারী হতে পারি।’

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى جِئِينَ غَفَلَةً
مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلُونِ فِي هَذَا مِنْ شَيْعَتِهِ وَهَذَا
مِنْ عَدُوَّهُ فَاسْتَغْاثَهُ الَّذِي مِنْ
شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي يَعْدُوْهُ
فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَذْقَارَ
هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
مُضِلٌّ مُبِينٌ^⑭

قَالَ رَبِّيْ رَبِّيْ ظَلَمْتُ نَفِيْسِيْ فَاغْفِرْيِ
فَغَفَرَ لَهُ رَبِّهِ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ^⑯

قَالَ رَبِّيْ بِمَا آنَعْمَتَ عَلَيَّ فَلَكَ
آكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ^⑯

★ ১৯। আর সে শক্তি হয়ে সতর্ক অবস্থায় শহরে হাঁটতে হাঁটতে তার দিন শুরু করলো। আর দেখ! যে ব্যক্তি গতকাল তার সাহায্য চেয়েছিল সে (আবার) সাহায্যের জন্য চিংকার করে তাকে ডাকলো। মুসা তাকে বললো, তুমি অবশ্যই এক প্রকাশ্য সীমালজ্জনকারী^{২০৮}।

২০। এরপর মুসা যখন সেই ব্যক্তিকে ধরতে মনস্থ করলো, যে তাদের উভয়ের শক্র,^{২০৯} তখন সে বললো, 'হে মুসা! তুমি গতকাল যেভাবে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ সেভাবে কি আমাকেও হত্যা করতে চাও? তুমি তো দেশে কেবল অত্যাচার করে বেড়াতে চাও এবং তুমি শান্তিকামীদের অন্তর্গত হতে চাও না।'

২১। আর এক ব্যক্তি শহরের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এল। সে বললো, 'হে মুসা! (রাজ্যের) প্রধানরা তোমাকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করছে। সুতরাং তুমি পালিয়ে যাও। নিশ্চয় আমি তোমার এক হিতাকাঙ্ক্ষী।'

[৮] ২২। ^২ তখন সে ভয়ে ভয়ে এদিক সেদিক তাকাতে তাকাতে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লো। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-
৫ প্রতিপালক! তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্ধার কর।'

২৩। এরপর সে যখন মিদিয়ানের দিকে রওনা হলো তখন বললো, 'আমি আশা করি আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।'

২৪। অবশেষে সে যখন মিদিয়ান (শহরের) পানির ঘাটে এল তখন সে এক দল লোককে সেখানে (তাদের পশ্চালকে) পানি পান করাতে দেখতে পেল এবং তাদের কাছ থেকে কিছু দূরে দুজন রমণীকে দেখতে পেল, (যারা) তাদের পশ্চালকে দূরে সরিয়ে নিছিল। সে জিজেস করলো, 'তোমাদের সমস্যা

দেখুন : ক. ২৬৪২২।

২২০৮। মনে হয় হয়রত মুসা (আঃ)কে যে ইহুদী লোকটি সাহায্যের জন্য আহ্বান করেছিল তাকে তিনি তিরক্ষার করেছিলেন এভাবে, তুমি এক নির্বোধ লোক এবং তোমার কাজের পরিণতি উপলব্ধি করতে না পেরে তুমি সরাসরি বাঞ্ছাটে জড়াও। কথাগুলো দ্বারা এই অর্থ বুঝায় না যে হয়রত মুসা (আঃ) লোকটিকে দোষী ভেবেছিলেন, যে ভুল ধারণাটি সাধারণত করা হয়ে থাকে।

২২০৯। 'উভয়ের শক্র' কথাগুলোতে প্রতিফলিত হয়, উল্লেখিত লোকটি মিসরবাসী ছিল। কিন্তু যদি সে একজন ইহুদী হতো যেমনটি বাইবেল বলে, তাহলে মিসরীয় লোকটির সাথে নিশ্চয়ই তার যোগসাজশ ছিল এবং কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্বদিনের ঘটনাটি নিশ্চয়ই বলে দিয়েছিল এবং এরপে সেই সাহায্যপ্রার্থী লোকটি মুসা (আঃ) এবং সৈসরাঙ্গল জাতি উভয়ের শক্র হয়েছিল।

فَأَضَبَّهَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ
فَإِذَا الَّذِي اشْتَنَصَرَهُ إِلَّا مَسِّ
يَشْتَصِرُهُ هُوَ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ^(১)

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ إِلَيْهِ يَ
هُوَ عَذْلُهُمَا، قَالَ يَمْوَسَى أَتُرِيدُ
أَنْ تَقْتَلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا
بِالْمَسِّ إِنْ شُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ
مِنَ الْمُضْلِّيْنَ^(২)

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ
يَسْعَى رَقَّالَ يَمْوَسَى إِنَّ الْمَلَأَ
يَا تَمَرُدُنَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ
لَيْلَيْ لَكَ مِنَ النِّصْحَيْنَ^(৩)

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ رَقَّالَ
رَبِّ نَجْرِيْنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيمِيْنَ^(৪)

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَذَيْنَ قَالَ عَسْنِي
رَبِّيْ أَنْ يَهْدِيْنِي سَوَاءَ الشَّبِيلِ^(৫)

وَلَمَّا دَرَدَ مَاءَ مَذَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ
أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَهُ وَجَدَ مِنْ
دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَدْوِدِينِ جَ قَالَ مَا
خَطَبُكُمَا، قَالَتَا كَمَا نَسْقِي حَتَّى

কী? '২২০৯-ক তারা উত্তর দিল, 'রাখালরা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা পানি পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।'

★ ২৫। অতএব সে তাদের পক্ষ থেকে (তাদের পশ্চলোকে) পানি পান করালো। এরপর সে এক ছায়ার দিকে সরে গেল এবং বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যে কল্যাণেই আমাকে ভূষিত কর আমি অবশ্যই এর ভিত্তিরী।'

২৬। তখন তাদের দুজনের একজন লজ্জায় জড়সড় হয়ে তার কাছে এল (এবং) বললো, 'তুমি আমাদের পক্ষে (পশ্চালকে) যে পানি পান করিয়েছ এর বিনিময় দেয়ার জন্য আমার পিতা তোমাকে ডাকছেন। অতএব সে যখন তার (অর্থাৎ মেয়ের পিতার) কাছে এল এবং পুরো ঘটনা তার কাছে বর্ণনা করলো তখন সে বললো, 'তব করো না, তুমি যালেম জাতির (কবল) থেকে রক্ষা পেয়ে গেছ' ২২১০।'

২৭। তাদের দুজনের একজন বললো, 'হে আমার পিতা! তুমি একে কর্মচারী হিসেবে রেখে নাও। তুমি যাদের কর্মচারী রাখবে তাদের মাঝে সে-ই সবচেয়ে উত্তম হবে, যে বলিষ্ঠ (ও) বিশ্বস্ত।'

২৮। সে (মূসাকে) বললো, 'নিশ্চয় আমি আমার এ দুটি মেয়ের একজনকে তোমার সাথে এ শর্তে বিয়ে দিতে চাই, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। আর তুমি যদি দশ বছর পূর্ণ কর তবে তা হবে তোমার (অনুগ্রহ) ২২১। আর আমি তোমাকে কোন কষ্টে ফেলতে চাই না। আল্লাহ চাইলে তুমি আমাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাবে।'

২২০৯-ক। তোমাদের কী অসুবিধা, অথবা তোমাদের কী হয়েছে?

২২১০। 'তুমি যালেম জাতির কবল থেকে রক্ষা পেয়ে গেছ' এই উক্তি প্রমাণ করে, মূসা (আঃ) এর বক্তব্য শুনে ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ লোকটির দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছিল, হ্যরত মূসা (আঃ) হ্যত্যকারী ছিলেন না এবং মিসরবাসী লোকটির মৃত্যু এক আকমিক ঘটনা মাত্র। এছাড়াও সেই বৃদ্ধটি মিসরবাসী লোকদেরকে এক অসৎ জাতিরপে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং প্রকাশ্যে দোষারূপ করেছিলেন।

২২১। এই আয়াত থেকে উদ্ভৃত সিদ্ধান্ত সাধারণত যা বিবেচিত হওয়া উচিত এর গঠন প্রণালী তা সমর্থন করে না, অর্থাৎ শোআয়ব বা জেত্বো তাঁর কন্যাদের মধ্য থেকে একজনকে হ্যরত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে আট বা দশ বছরের কাজের বিনিময়ে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। আসল ব্যাপারটি অবস্থাদৃষ্টি প্রতীয়মান হয় যে শোআয়ব অধিক বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর পশ্চাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন সংলোকের প্রয়োজন ছিল এবং হ্যরত মূসা (আঃ) এর মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকায় তাঁকে তিনি (শোআয়ব) তাঁর কন্যার পরামর্শমতে কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। চাকরির মেয়াদ আট অথবা দশ বছর ধার্য হয়েছিল। শোআয়ব আল্লাহওয়ালা (ধার্মিক)

يُضِرُّ الرِّعَاءُ وَ أَبُونَا شَيْخٌ
كَبِيرٌ^⑩

فَسَقَى لَهُمَا شَمَّ تَوَلَّ إِلَى الظَّلِيلِ فَقَالَ
رَبِّ رَأَيْتِ لِمَّا أَثْرَلَتِ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ
فَقَيْرَبٌ^⑪

فَجَاءَهُ شُهْدَاءُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى^⑫
إِشْتِحَابٍ رَقَالَثِ رَأَيْتِ آيِي يَدْعُوكَ
لِيَجِزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، فَلَمَّا
جَاءَهُ شَفَقَ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، قَالَ
لَا تَحْفَزْ نَجْوَتَ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّلِيمِينَ^⑬

قَالَثِ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرْهُ زِينَ
خَيْرَ مِنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوْيُ إِلَّا مِينُ^⑭

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ رَاحِدَى ابْنَتِي
هَتَّيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَرْنِي حِجَّاجَ
فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشْرًا فِيمَنْ عِنْدُكَ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجْدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِيجِينَ^⑮

★ ২৯। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'তোমার ও আমার মাঝে
এটাই (স্থির হলো)। দুটি মেয়াদকালের যে কোনটিই আমি
৩ পূর্ণ করি তাতে আমার প্রতি কোন অবিচার করা যাবে না।
[৭] ৬ আর আমরা যা বলছি আল্লাহ্ এর সাক্ষী।'

৩০। এরপর মূসা যখন নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পূর্ণ করলো এবং
তার পরিবারকে নিয়ে যাত্রা করল তখন সে তূর পর্বতের দিকে
আগুনের মত (কিছু) দেখলো। সে তার পরিবারকে বললো,
'তোমরা একটু অপেক্ষা কর । ২২১২ ক.আমি আগুনের মত (কিছু)
দেখতে পাচ্ছি। হয়তো সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন
সংবাদ অথবা আগুনের কোন অঙ্গার নিয়ে আসবো যেন
তোমরা আগুন পোহাতে পার।'

★ ৩১। আর সে যখন এ (আগুনের) কাছে এল । তখন
কল্যাণমণ্ডিত উপত্যকার ২২১০ প্রান্তে অবস্থিত গাছের একটি
আশিসপূর্ণ অংশ থেকে তাকে (এই বলে) ডাকা হলো, 'হে
মূসা! নিশ্চয় আমিই বিশ্বগজতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্।'

৩২। 'আর (বলা হলো), 'তুমি তোমার লাঠি নিষ্কেপ কর।'
এরপর সে যখন এটাকে নড়াচড়া করতে দেখলো (তার মনে
হলো) এটা যেন একটা সাপ। তখন সে পিঠ ফিরিয়ে চলে
গেল এবং ফিরেও তাকালো না। (তখন তাকে বলা হলো,) হে
মূসা! তুমি অগ্রসর হও, ভয় করো না। তুমি নিশ্চয়
নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের একজন।

দেখুন ৪ ক. ২০১১; ২৭৪৮ খ. ১৯৪৫; ২০৪৮; ৭৯১৭ গ. ৭৪১৮; ২০৪২০; ২৬৪৪৬।

লোক ছিলেন। হয়ত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অথবা ইলহাম দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জানিয়েছিলেন, হয়রত মূসা (আঃ) এর জন্য
এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। অতএব তিনি তাঁর কন্যাদের মধ্যে একজনকে হয়রত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং
ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর জামাতা কিছুকাল তাঁর সঙ্গে বাস করবে এবং সংসংগে উপকৃত হবে। এই উদ্দেশ্যে বিয়ের একটি শর্ত
এরূপ আরোপ করেছিলেন, মূসা (আঃ)কে তাঁর (শো'আয়ুব) সঙ্গে আট অথবা দশ বছরের বসবাস করতে হবে। সুতরাং এটি সঠিক নয়
যে শো'আয়ুব তাঁর কন্যাকে আট অথবা দশ বছরের কাজের বিনিময়ে হয়রত মূসা (আঃ) এর সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শো'আয়ুবের
নিকট থেকে হয়রত মূসা (আঃ) কাজের পারিশ্রমিক যা পেয়ে থাকুন না কেন তার সাথে বিয়ে-প্রস্তাবের কোনই সম্পর্ক ছিল না।

২২১২। গভীর ধ্যান এবং আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতা অত্যাবশ্যক। হয়রত মূসা (আঃ)
তাঁর পরিবার থেকে প্রকৃতপক্ষে সকল পার্থিব সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চেয়েছিলেন এই প্রত্যাশায় যে তিনি ঐশ্বী সন্তানে অনুগ্রহীত
হতে পারেন।

২২১৩। হয়রত মূসা (আঃ) আশীর্বাদপূর্ণ আধ্যাত্মিক উপত্যকার কিনারায় ছিলেন। কিন্তু মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) সেখানে প্রবেশ
করেছিলেন (৫৩৪১৪, ১৫)। হয়রত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভে সেই উচ্চ স্তরে পৌছতে পারেননি, যা হয়রত নবী করীম
(সাঃ) এর জন্য সংরক্ষিত ছিল।

قَالَ ذُلِّكَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ دَائِمًا
إِلَّا جَلَّيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذْوَانَ عَلَيَّ
وَ اسْتَعِنُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ حَيْثُلُ^④

فَلَمَّا كَضَى مُؤْسَى الْأَجَلَ وَ سَارَ
بِأَهْلِهِ أَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا
قَالَ لِأَهْلِهِ وَ امْكُثُوا إِنِّي أَنْشَطُ نَارًا
لَعَلَّيْ أَتِينُكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ
مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَضَطَّلُونَ^⑤

فَلَمَّا آتَهُمَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ
الْأَيْمَنِ فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَرَّكَةِ مِنَ
الشَّجَرَةِ أَن يَمْوَسِي إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ
الْعَلَمِينَ^⑥

وَأَن أُلِقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهَزَّ
كَأَنَّهَا جَائِشَ وَلِلْمُذْبِرِ وَ لَمْ
يُعَقِّبْ . يَمْوَسِيَ أَقْبِلَ وَ لَا تَخْفَفْ
إِنَّكَ مِنَ الْأَمْنِينَ^⑦

৩৩। ۴-তুমি তোমার (জামার) বুকের খোলা অংশ দিয়ে হাত ঢুকাও, এটা দোষক্রটিমুক্ত ধ্বনিবে সাদা হয়ে বের হয়ে আসবে। এরপর ভয় (দূর করার জন্য) তোমার বাহি নিজের (দেহের) সাথে চেপে ধর। অতএব ফেরাউন ও তার প্রধানদের জন্য তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এ দুটি হলো অকাট্য প্রমাণ। নিশ্চয় তারা দুষ্কৃতিপরায়ণ লোক।'

৩৪। ۵-সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম ২২১৪। অতএব আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

৩৫। আর আমার ভাই হারুন কথা বলার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বেশি পুরু। অতএব সাহায্যকারীরপে ২২১৫। তাকে আমার সাথে পাঠাও যাতে সে আমার সত্যায়ন করে। নিশ্চয় আমি এ আশঙ্কা(ও) করছি তারা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করবে।'

৩৬। ۶-তিনি বললেন, 'আমরা অবশ্যই তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার হাত ২২১৬ শক্তিশালী করবো এবং তোমাদের উভয়কে বিজয়ের এক নির্দশন দান করবো। অতএব আমাদের নির্দশনাবলী থাকার (কারণে) তারা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। তোমরা উভয়ে এবং যারা তোমাদের অনুসরণ করবে তারাও বিজয়ী হবে।'

৩৭। ۷-অতএব মূসা যখন আমাদের সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী নিয়ে তাদের কাছে এল তখন তারা বললো, 'এটা কেবল এক বানানো যাদু। আর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এমন কথা কখনো শুনিনি।'

দেখুন : ক. ৭১০১৯; ২০৪২৩; ২৭৪১৩ খ. ২০৪৪১; ২৬৪১৫ গ. ২০৪৩০-৩৩; ২৬৪১৪ ঘ. ২০৪৪৩ ঙ. ২৯৪৪০।

২২১৪। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর দ্বারা আকস্মিকভাবে একটি লোকের নিহত হওয়ার প্রকৃত ঘটনা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। এমন নয় যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করার অভিযোগে নিজেকে দোষী মনে করেছিলেন।

২২১৫। 'রিদ' অর্থ অবলম্বন বা এমন অবলম্বন যা দিয়ে দেয়াল শক্তিশালী করা হয়, এমন কিছু যা দিয়ে কেউ সাহায্য বা সহযোগিতা প্রাপ্ত হয়, সাহায্যকারী বা সহযোগিতাকারী ব্যক্তি। আরবরা বলে, 'ফুলানুন রিদ্ড ফুলানিন', অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি অমুকের সাহায্যকারী (লেইন)।

২২১৬। 'আয়ুদা' অর্থ বাহুর উপরিভাগ বা বাহুর উপরের অর্ধাংশ, সাহায্যকারী বা সহযোগিতাকারী ব্যক্তি (লেইন)।

أَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ
مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَّ اصْمُمْ رَأْيَكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذِلَكَ
بُزْهَا نِينَ مِنْ رَّيْلَكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَ
مَلَائِكَهِ دَانِئِمَ كَانُوا قَوْمًا فِي سِقِّينَ ۝

فَأَلْرَتِ إِنِي قَتَلْتُ صَنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ
آنِي يَقْتُلُونِ ۝

وَأَخِي هُرُونْ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا
فَأَزْسِلُهُ مَحِيَ رِدَّاً يُصَدِّقُنِي زِلَّي
أَخَافُ آنِي يُكَذِّبُونِ ۝

فَأَلْسَنْشُدُ عَصْدَكَ بِأَخِيكَ وَ
تَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنًا فَلَا يَصْلُونَ
إِلَيْكُمَا بِإِيمَانِنَا هُنَّ آنِثَمَا وَ مَنِ هُنَّ
أَتَبْعَكُمَا الْغَلِبُونَ ۝

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوسَى بِإِيمَانِنَا بَيْتَنِتِ
فَأَلْوَاهُمَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرِي وَ مَا
سَوْخَنَا بِهِذَا فِي أَبَائِنَا لَا وَلَيْنَ ۝

৩৮। আর মূসা বললো, ‘আমার প্রভু-প্রতিপালক ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পক্ষ থেকে হেদায়াত নিয়ে এসেছে এবং পরকালের ঘর কার ভাগ্যে জুটবে। নিশ্চয় যালেমরা কখনো সফল হয় না।

★ ৩৯। আর ফেরাউন বললো, ‘হে প্রধানরা! *আমি ছাড়ি তোমাদের জন্য অন্য (কোন) উপাস্য আছে বলে আমি জানি না। *অতএব হে হামান! তুমি আমার জন্য ভিজা মাটির (ইটের) ওপর আগুন জুলাও (অর্থাৎ ইট বানাও) এবং আমার জন্য একটি উঁচু অট্টালিকা নির্মাণ কর, যেন আমি মূসার উপাস্যকে^{১১১} এক পলক দেখকে পারি, যদিও আমি তাকে (অর্থাৎ মূসাকে) মিথ্যাবাদীদের একজন বলে মনে করি।’

৪০। *আর সে ও তার সেনাদল দেশে অথবা অহঙ্কার করে বেড়ালো এবং ধারণা করলো আমাদের দিকে তাদের কখনো ফিরিয়ে আনা হবে না।

৪১। *অতএব আমরা তাকে ও তার সেনাদলকে ধরে ফেললাম এবং সাগরে তাদের নিষ্কেপ করলাম। অতএব দেখ, যালেমদের পরিণতি কিরণ হয়েছিল!

৪২। আর আমরা তাদের এরূপ নেতা বানিয়েছিলাম, *যারা (লোকদের) আগুনের দিকে ডাকতো। আর কিয়ামত দিবসে তাদের সাহায্য করা হবে না।

৪৩। *আর এ পৃথিবীতেই আমরা তাদের পিছনে অভিশাপ লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামত দিবসেও তারা দুর্দশাপ্রস্ত হবে^{১১২-ক}।

দেখুন : ক. ২৬৩৩০ খ. ৪০৯৩৭ গ. ৭৪১৩৪; ২৪৫১; ৭৪১৩৭; ১৭৪১০৮; ২০৪৭৯; ২৬৪৬৭; ৭৯৪২৬ ঙ. ১১৪৯৯ চ. ১১৪৬১,১০০।

২২১৭। আয়াতিতির দুটি ব্যাখ্যা হয় : ১) ইসরাইলীরা এর আগেই মৃৎপাত্র, চুনাপাথর, ইট প্রভৃতির ভাটিতে দিনমজুরের কাজ করছিল। তাদের এই অস্মানজনক অবস্থার প্রতি পরোক্ষ উল্লেখপূর্বক ফেরাউন বোধহয় উপহাস করে হামানকে বলেছিলেন, এই লোকগুলোর হাতে মনে হয় করার মত যথেষ্ট কাজ নেই। পর্যাপ্ত অবসর পাওয়ার কারণে তারা নবুওয়তের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তাদেরকে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রমের কাজে লাগাতে হবে। তবলে তাদের হুঁশ হবে এবং খোদা ও নবুওয়ত সম্বন্ধে অলীক মোহ পরিত্যাগ করবে। (২) মিসরবাসীরা জ্যোতির্বিদ্যায় খুবই পাঞ্চিত ছিল। তারা নক্ষত্রসমূহের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য উঁচু মানমন্দির নির্মাণ করেছিল। সেই কারণে ফেরাউন বিদ্রোহকভাবে হামানকে তার জন্য এক অত্যুচ্চ মানমন্দির নির্মাণ করতে বলেছিল। সেখান থেকে সে মূসা (আঃ) এর খোদাকে এক নজর দেখতে পারবে।

২২১৭-ক। ‘মাক্রবুহ’ অর্থ শুভ বা ভাল থেকে বঞ্চিত বা বিতাড়িত, ভাল কিছু থেকে কুকুরের মতো বিতাড়িত হওয়া, জঘন্যরূপে অঙ্কিত (লেইন)।

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ
بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ
عَاقِبَةُ الدَّارِ ۝ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّلِيمُونَ^(১)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ مَا
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ۝
فَأَوْقِدُ لَيْ يَهَا مِنْ عَلَى الطِّينِ
فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعِنْ أَطْلِعُ رَأْيَهُ
مُوسَى ۝ وَإِنِّي لَأَظْنُنَّهُ مِنَ الْكُفَّارِ^(২)

وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُمْ لَا يَلِمُنَا لَا
يُرْجَعُونَ^(৩)

فَآخَذْنَاهُ وَجْنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي
الْأَيَّمَةِ ۝ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّلِيمِينَ^(৪)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِجَ
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ^(৫)

وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَهُ ۝
وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ^(৬)

୪୪ । କ'ାର ଆମରା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜାତିଗୁଲୋକେ ଧଂସ କରେ ଦେୟାର ପର ନିଶ୍ଚୟ ମୂସାକେ କିତାବ ଦାନ କରେଛିଲାମ । ଏଟା ଲୋକଦେର ଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଉନ୍ନୋଚନକାରୀ ହେଦ୍ୟାତ ଓ କୃପା ଛିଲ, ଯେନ ତାରା ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ।

୪୫ । ଆର ତୁମି (ତୂର ପର୍ବତେର) ପଞ୍ଚମ ପାଶେ ଛିଲେ ନା ସଥନ ଆମରା ମୂସାର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଠିଯେଛିଲାମ ଏବଂ ତୁମି (ଚାକ୍ଷୁସ) ସାକ୍ଷିଦେର (ଦଲେଓ) ଛିଲେ ନା ୨୨୧୮ ।

୪୬ । କିନ୍ତୁ ଆମରା ବହୁ ଜାତିର ଉଥାନ ଘଟିଯେଛିଲାମ ଏବଂ ତାଦେର ଆୟୁଷକାଳ ଦୀର୍ଘ ହେଁ ଗିଯେଛିଲୁ ୨୨୧୯ । ଆର ତୁମି ମିଦିଆନବାସୀଦେର କାହେଁ ୨୨୧୯-କ ଆମାଦେର ଆୟାତସମୂହ ପଡ଼େ ଶୁନାନୋର ଜନ୍ୟ ତାଦେର ମାବେ ଛିଲେ ନା । ଅଥଚ ଆମରାଇ ରସ୍ତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରେ ଥାକି ।

୪୭ । ଆର ତୁମି ତୂର (ପର୍ବତେର) ପାଶେ ଛିଲେ ନା ଖ୍ୟଥନ ଆମରା (ମୂସାକେ) ଡେକେଛିଲାମ (ଏବଂ ତାର କାହେଁ ତୋମାର ଆଗମନ ସମ୍ପର୍କେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ୨୨୨୦ କରେଛିଲାମ) । କିନ୍ତୁ (ତୋମାକେ) ତୋମାର ପ୍ରଭୁ-ପ୍ରତିପାଳକେର ପକ୍ଷ ଥିକେ ଏକ ମହା କୃପାରମପେ (ପାଠାନୋ ହେଁଛେ) ୨୩ୟେ ତୁମି ଏରାପ ଜାତିକେ ସତର୍କ କର, ଯାଦେର କାହେଁ ତୋମାର ପୂର୍ବେ କୋନ ସତର୍କକାରୀ ଆସେନ ଯେନ ତାରା ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରେ ।

ଦେସୁନ : କ. ୭୧୫୫; ୪୬୧୩ ଖ. ୨୦୧୨-୧୩; ୭୧୧୭ ଗ. ୩୨୪୪; ୩୬୧୭ ।

୨୨୧୮ । ଏହି ଆୟାତେର ଅଭିଧାୟ ହଲୋ, ହ୍ୟରତ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଏର ଆବିର୍ତ୍ତାବ ସମ୍ବନ୍ଧେ ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆଃ) ଏର ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ (ଦିତୀୟ ବିବରଣ- ୧୮୧୮) ଏତ ବିଶ୍ଵାରିତ ଏବଂ ସୁମ୍ପଟଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁଯେ ଯେନ ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିଗତଭାବେ ମୂସା (ଆଃ) ଏର ସଙ୍ଗେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ କରାର ସମୟ ଉପର୍ଦ୍ଧିତ ଛିଲେନ ।

୨୨୧୯ । ଶତ ଶତ ବହୁ ପାର ହେଁ ଗେଲ । ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆଃ) ଏର ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ନବୀଦେର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ଶ୍ରେଣୀର ଆବିର୍ତ୍ତାବ ଘଟିଲୋ ଏବଂ ତାରା ନିଜ ନିଜ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରେ ଗେଲେନ । କିନ୍ତୁ ଦିତୀୟ ବିବରଣ ୧୮୧୮ ପ୍ଲୋକେ ଉଲ୍ଲେଖିତ [ଯାଦେର ସମ୍ବନ୍ଧେ ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆଃ) ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ କରେଛିଲେନ] 'ମୂସାର ମତ ନବୀ' ହେଁଯାର ଦାବି ଏଇ ସକଳ ନବୀଦେର ମଧ୍ୟେ କେଉଁଠି କରଲେନ ନା । ପବିତ୍ର କୁରାଆନ ଅବିର୍ତ୍ତିର ହେଁ ଦାବୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲୋ, ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆଃ) ଏର ମହାନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀଟି ମହାନବୀ ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସାଃ) ଏର ମଧ୍ୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଁଯେ (୭୩୧୬) । ସୁତରାଂ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରମଧ୍ୟ ଐଶ୍ଵରୀ-ଭିତ୍ତିତେଇ ଛିଲ ଏବଂ ତା ମୂସା (ଆଃ) ଏର ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) କର୍ତ୍ତକ ତାର ମୁଖେ ପ୍ରକିଳ୍ପ ହତେ ପାରେ ନା । ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆଃ) ଏର ଜାତିର ଲୋକେରା କାଳେର ବ୍ୟବସ୍ଥାମେ ପବିତ୍ର ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ସମ୍ପର୍କେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀସହ ଉକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀଟିଓ ଥାଯ ଭୁଲେ ଗିଯେଛିଲ ।

୨୨୨୦-କ । ଏହି କଥାଗୁଲୋ ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆଃ) ଏର ସାଥେ ରସ୍ତ୍ର କରୀମ (ସାଃ) ଏର ଲକ୍ଷଣୀୟ ସାଦୃଶ୍ୟର ପ୍ରତି ନିର୍ଦେଶ କରେ । ହ୍ୟରତ ମୂସା (ଆଃ) ଯେମନ ମିଦିଆନେ ଅପରିଚିତ ଲୋକଦେର ମଧ୍ୟେ ଦଶ ବହୁ ବାସ କରାର ପର ତାର ଜାତିର ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ଲୋକଦେରକେ ଫେରାଉନେର ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନ ଥିକେ ମୁକ୍ତ କରାର ଜନ୍ୟ ଦାବି ଉତ୍ସାହନ କରତେ ମିସରେ ଫିରେ ଗିଯେଛିଲେନ, ସେଇପ ଆଁ ହ୍ୟରତ (ସାଃ) ମଦୀନାୟ ଦଶ ବହୁ ବାସ କରେ ବିଜ୍ୟ ଅଭିଯାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେଛିଲେନ ।

୨୨୨୧ । ଏହି ଆୟାତେର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ହଲୋ, ନବୀ କରୀମ (ସାଃ) ଏର ପକ୍ଷେ ଏଟା ସଭବ ଛିଲ ନା ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାର ସମ୍ପର୍କେ ମୂସା (ଆଃ) କର୍ତ୍ତକ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ କରାନୋ (ଦିତୀୟ ବିବରଣ- ୧୮୧୮) ଏବଂ ପରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରତେ ତିନି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଁଯେବେଳେ ଦାବୀ କରାନ୍ତି ।

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ
مَا أَهْلَكَنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ^{୧୩}

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذ
قَضَيْنَا إِلَيْ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ
مِنَ الشَّهِيدِينَ^{୧୪}

وَلِكَيْنَا أَنْشَأَنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ
عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ شَاهِيَا
فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَشْلُوَ عَلَيْهِم
أَيْتَنَا وَلِكَيْنَا كُنْتَا مُزَسِّلِينَ^{୧୫}

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَنَا
وَلِكَنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُشَذِّرَ
قَوْمًا مَا آتَهُمْ مِنْ تَذَبِّرٍ مِنْ
قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ^{୧୬}

★ ৪৮। আর তাদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে তাদের ওপর যখন কোন দুর্দশা নেমে আসে তখন কেন তারা বলে না,★
‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি কেন আমাদের কাছে তোমার রসূল পাঠাওনি যাতে আমরা তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করতে এবং মুমিনদের অস্তর্ভুক্ত হতে পারতাম?’

★ ৪৯। কিন্তু তাদের কাছে যখন আমাদের পক্ষ থেকে সত্য এল তারা বললো, ‘মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল★★ সেরূপ তাকে (অর্থাৎ মুহাম্মদকে) কেন দেয়া হলো না?’ তারা কি তা অঙ্গীকার করেনি, এর পূর্বে মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল? তারা এ কথা বলেছিল, ‘এ দুজন বড় যাদুকর, যারা একে অপরকে সাহায্য করে।’ তারা বলেছিল, ‘আমরা প্রত্যেককেই অঙ্গীকার করি’।

★ ৫০। তুমি বল, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আল্লাহর কাছ থেকে এ দুটির (অর্থাৎ তওরাত ও কুরআনের) চেয়ে অধিক উত্তম পথ প্রদর্শনকারী^{১১১১} একটি কিতাব নিয়ে আস যাতে আমি এর অনুসরণ করতে পারি।’

৫১।^{১৮} অতএব তারা তোমার এ আহ্বানে সাড়া না দিলে জেনে রাখ, তারা কেবল নিজেদের কামনাবাসনারই অনুসরণ করছে।
আর তার চেয়ে অধিক বিপথগামী কে হতে পারে, যে আল্লাহর
হৈদায়াত হেঢ়ে দিয়ে নিজ কামনাবাসনার অনুসরণ করে?
৮ আল্লাহ কখনো যালেম লোকদের হৈদায়াত দেন না।

৫২। আর নিশ্চয় আমরা তাদের কাছে উত্তমরূপে বাণী পৌছে দিয়েছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

^{১৯} ৫৩। এর পূর্বে আমরা যাদের কিতাব^{১১১২} দিয়েছিলাম তাদের (অনেকে) এ (কুরআনের) প্রতি ঝীমান আনে।

দেখুন : ক. ২০১৩৫ খ. ৬৪১২৫ গ. ১১৪১৫।

★ [এ প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নেই নিহিত রয়েছে। আর কেন তারা আল্লাহকে দোষারোপ করতে পারে না এর কারণ হলো, মানুষের অপর্কর্মের জন্য শাস্তি দেয়ার পূর্বেই আল্লাহ সব সময় তাদের কাছে সতর্ককারী পাঠিয়ে থাকেন (৬:১৩২ আয়াত দেখুন) (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজিতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরাত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★★ ইহুদী, খ্ষুন ও প্রতিমা পূজারী এরা হলো ইসলামের বিপক্ষে তিন প্রধান বিরোধী শক্তি। এ আয়াতে ইহুদীদের সংযোধন করা হয়েছে। এ বিবৃতি একমাত্র ইহুদীরাই দিতে পারতো। কুরআন করীম যখন বলে, ‘এর পূর্বে মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল তারা তা অঙ্গীকার করেছিল’ এর অর্থ এ নয় যে ইসলামের মহানবী (সা:) এর যুগের লোকেরা মুসাকে (আ:) অঙ্গীকার করেছিল।

আলোচ্য আয়াতে ‘ইন্না বিকুল্লি কাফিরুন’ (আমরা প্রত্যেককেই অঙ্গীকার করি) অংশের আরও অর্থ হলো, আল্লাহর নামে তথাকথিত নিদর্শনাবলীসহ যারাই এসেছে আমরা তাদের সবাইকে অঙ্গীকার করি। এটা সেইসব লোকের সাধারণ ব্যাধির প্রতি ইঙ্গিত করে, যারা

★★ চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ২২২১ ও ২২২২ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا
فَدَمَثَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا
لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّيْمَ
أَيْتَكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ^{১১}

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحُقْقُ مِنْ عِنْدِنَا
قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ
مُوسَىٰ وَأَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ
مُوسَىٰ مِنْ قَبْلٍ جَقَالُوا يَسْخَرُونَ
شَظَّاهَرَاتٍ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ
كُفْرُونَ^{১২}

فُلْفَاتُوا بِيَكْتَبٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ
أَهْذَى مِنْهُمَا أَتَيْغَهُ إِنْ كُنْتُمْ
ضَدِّقَيْنَ^{১৩}

فَإِنْ تَمْ يَسْتَجِيْبُوا لَكَ فَاعْلَمْ
أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ
أَضَلَّ مِمْنِيْنِ اتَّبَعَهُوْهُ بِغَيْرِهِ
مِنَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّلِيمِيْنَ^{১৪}

وَلَقَدْ وَصَلَنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ^{১৫}

أَلَّذِيْنَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ
هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ^{১৬}

৫৪। আর তাদের কাছে যখন এ (কুরআন) পড়া হয় তারা বলে, ‘আমরা এর প্রতি ঈমান আনলাম।’ এটি আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিশ্চয় সত্য। অবশ্যই আমরা এর পূর্বেই আত্মসমর্পণকারী ছিলাম।’

৫৫। এরাই সেইসব লোক, ধৈর্য ধরার ২২৩ দরজন যাদেরকে তাদের প্রতিদান দুবার দেয়া হবে। তারা ১-সং কাজ দিয়ে মন্দ কাজকে প্রতিহত করে এবং যা-ই ১-আমরা তাদের দান করেছি তারা এথেকে খরচ করে।

৫৬। ১-আর তারা যখন বাজে কথা শুনে তারা এথেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, ‘আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা অজ্ঞদের সঙ্গ পছন্দ করি না।’

৫৭। ১-নিশ্চয় তুমি যাকে চাও হেদায়াত দিতে পার না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত দিতে পারেন। আর তিনি হেদায়াত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের ভাল করেই জানেন।

৫৮। আর তারা বললো, ‘আমরা তোমার সাথে এই হেদায়াতের অনুসরণ করলে দেশ থেকে আমাদের বের ২২৪ করে দেয়া হবে।’ (তুমি বল) ‘আমরা কি তাদের নিরাপদ ‘হারামে’ আবাসন দান করিনি, ১-যেখানে আমাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের ফলমূল রিয়্ক হিসেবে নিয়ে আসা হয়?’ কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

দেখুন ১ ক. ১৩:২৩; ২৩:৯৭; ৪১:৩৫ খ. ২৩:৫ গ. ২৫:৬৪, ৭৩ ঘ. ১২:১০৮; ১৬:৩৮ ঙ. ২১:২৭; ১৪:৩৮।

তাদের যুগনবাকীকে অঙ্গীকার করে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে):) কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য।)

২২২১। ঐশ্বী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন এবং তওরাতের উচ্চমার্গের পরোক্ষ উল্লেখ করেছে এই আয়াত। ঐশ্বী গ্রন্থের মধ্যে কুরআন মজীদ পরম উৎকর্ষের মানদণ্ডে উৎকৃষ্টতম এবং তাওরাত কিতাব দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

২২২২। ‘আল-কিতাব’ বিশেষভাবে তওরাতের প্রতি অথবা প্রত্যেক ঐশ্বী গ্রন্থের প্রতি নির্দেশ করে। এই আয়াত হয়তো এই অর্থ বুঝাতে পারে ১ (১) যাদেরকে এই তওরাত কিতাবের সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে এবং যারা এর ওপর চিন্মান আনতে বাধ্য, অথবা (২) প্রত্যেক ঐশ্বী কিতাবের অনুসারীদের মধ্যে এক বৃহৎ শ্রেণী যুগে যুগে কুরআনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।

২২২৩। তওরাতের প্রতি বিশ্বাসীদের মধ্যে এ সকল লোক যারা কুরআনে ঈমান রাখে, তাদেরকে উভয় কিতাব অর্থাৎ তওরাত এবং কুরআনে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং সত্ত্বের খাতিরে দৈর্ঘ্যের সাথে যন্ত্রণা ভোগ করার প্রতিদানস্বরূপও তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।

২২২৪। আয়াতের মর্মার্থ হলো, নতুন বাণী যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে লোকেরা মক্কার ওপর আকস্মিক ছোঁ মেরে বসবে এবং মক্কাবাসীদেরকে তাদের অধিকার ও শারীনতা থেকে বহিত্ত করবে—এই ভীতি অংশুলক। আয়াতটির অভিধায় হলো, অরণ্যাত্মিত কাল থেকে মক্কা (যা এখন নতুন ধর্মের কেন্দ্রে পরিণত হতে চলেছে) এক নিরাপদ পবিত্র স্থানকাপে বিদ্যমান ছিল এবং যারা এর পবিত্র বৈশিষ্ট্যে যখনই হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছিল তারা নিজেরাই ধৰ্মসংগ্রাম হয়েছিল।

وَإِذَا يُشْتَلِّ عَلَيْهِمْ قَالُوا أَمَّا بِهِ
إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ
قَبْلِهِمْ مُشْلِمِينَ ⑤

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرْتَبَتِهِنَّ
بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ
الشَّيْءَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ⑥

وَإِذَا سَمِعُوا الْلَّغُوَ أَغْرَضُوا عَنْهُ وَ
قَالُوا تَآآ أَعْمَّا لَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ زَلَّ تَبَتَّغِي الْجَهِيلِيَّةِ ⑦

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَثَتْ وَلَعِنَّ
اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهَمَّدِينَ ⑧

وَقَالُوا رَانَ نَّصِيبُ الْهُدَى مَعَكُ
نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ
لَهُمْ حَرَمًا أَمْنًا يُبَحِّبِي لَائِبِي
شَمَرَتْ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنْ
وَلَعِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑨

৫৯। ^কআমরা কত জনপদই ধৰ্স করে দিয়েছি, যারা নিজেদের জীবিকার (প্রাচুর্যের) কারণে অহংকার করতো! অতএব (দেখ) এগুলো হলো তাদের বাসস্থান, যেখানে তাদের পরে (খুব কমই) বসতি স্থাপিত হয়েছিল^{২২৫}। আর নিশ্চয় আমরাই (তাদের) উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম।

৬০। ^খআর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যতক্ষণ কোন (জনপদের) কেন্দ্রে এরূপ রসূল না পাঠান^{২২৬}, যে তাদের কাছে আমাদের আয়াত পড়ে শুনায়, ততক্ষণ পর্যন্ত জনপদগুলোকে (তিনি) ধৰ্স করেন না। আর আমরা জনপদগুলো ধৰ্স করি না যতক্ষণ এগুলোর অধিবাসীরা যালেম না হয়ে যায়।

৬১। ^গআর যা-ই তোমাদের দেয়া হয়ে থাকে তা কেবল পার্থিব জীবনের সাময়িক ধনসম্পদ এবং এ (পৃথিবীর) সৌন্দর্য। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী। ^৬
[১০]
৯ অতএব তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

৬২। তবে যার সাথে আমরা উত্তম (পুরুষার দানের) অঙ্গীকার করেছি এবং যা ^ঘসে পেয়েও যাবে সে কি তার মত হতে পারে যাকে আমরা পার্থিব জীবনের সাময়িক ধনসম্পদ দিয়েছি, এরপর কিয়ামত দিবসে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের (জবাবদিহির জন্য) উপস্থিত করা হবে?

৬৩। আর (শ্বরণ কর) যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন এবং বলবেন, ‘কোথায় আমার সেইসব শরীক যাদের তোমরা (শরীক) মনে করতে?’

৬৪। যাদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) আদেশ জারী হয়ে যাবে (তারা) বলবে, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এরাই সেইসব লোক, যাদের আমরা বিপথগামী করেছিলাম। আমরা তাদের ঠিক সেভাবে বিপথগামী করেছিলাম যেভাবে আমরা (নিজেরা) বিপথগামী হয়েছিলাম। (তাদের সাথে) সম্পর্ক ছিল করে (এখন) আমরা তোমার দিকে আসছি। ^কতারা কখনো আমাদের উপাসনা করতো না।’

দেখুন : ক. ৭৫; ২১৪১২; ২২৪৬; ৬৫৯ খ. ৬৪১৩২; ১১৪১৮; ২০৪১৩৫; ২৬৪২০৯ গ. ৩৪১৫; ৯৪৩৮; ১০৪৭১; ১৬৪১১৮; ৪০৪৪০ ঘ. ২০৪১৩২; ২৬৪২০৬-২০৮ ঙ. ২৪৪৭৫; ৪১৪৪৮ চ. ৭৪৩৯, ৪০; ১৪৪২২; ৩৩৪৬৮-৬৯; ৩৪৪৩২-৩৩; ৪০৪৪৮-৪৯।

২২২৫। মক্কাবাসীরা যাদের ভয়ে তীত ছিল তাদের অপেক্ষা অতীত লোকদের মধ্যে এমন জাতি বাস করতো যারা অধিক শক্তিশালী ও সম্পদশালী ছিল এবং উন্নততর সভ্যতার অধিকারী ছিল। এতদ্সত্ত্বেও তারা যখন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলো এবং অহঙ্কারপূর্ণ আচরণ করলো তখন তারা পৃথিবীর বুক থেকে এমনভাবে সম্পূর্ণ নিচিহ্ন হয়ে গেল যেন তারা কখনো এই দেশে বাস করেনি এবং যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হলো।

২২২৬। বিগত পাঁচ-ছয় দশকে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও মহামারীর আকারে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্ঘটনের বার বার সংঘটন বর্তমান যুগে এক ঐশ্বী সংস্কারকের আবির্ভাবকেই প্রতিপন্থ করে।

وَكَمْ أَهْلَكَنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَث
مُعِيشَتَهَا جَفَنِكَ مَسِيقُنُهُمْ لَمْ
تُشَكِّنْ مِنْ بَعْدِ هُمْ إِلَّا قَلِيلًا، وَ
كُنَّا نَخْنُ الْوَرَثِينَ^{১১}

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى
حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَا رَسُولًا يَتَلَوَّا
عَلَيْهِمْ أَيْتَنَاهُ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي
الْقُرَى إِلَّا وَآهَلُهَا ظَلِيمُونَ^{১২}

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ أَبْقَى مَا قَلَّ تَعْقُلُونَ^{১৩}

أَفَمَنْ وَعَذَنْمَ وَغَدَّا حَسَنًا فَهُوَ
لَاقِيهِو كَمَنْ مَتَّعْنَهُ مَتَّاعَ الْحَيَاةِ
الْدُّنْيَا شُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ
الْمُخْضَرِينَ^{১৪}

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ آيَنَ
شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَرْعَمُونَ^{১৫}

قَالَ لَئِنِيَ حَقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبِّنَا
هُوَ لَأَلَّا الَّذِينَ أَغْوَيْنَا جَأْغَوَيْنَهُمْ
كَمَا غَوَيْنَاكَ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ زَمَانَ
كَانُوا مَارِيَتَانَا يَغْبُدُونَ^{১৬}

৬৫। আর তাদের বলা হবে, ‘তোমাদের (বানানো) শরীকদের ডাক।’ এরপর তারা এদের (অর্থাৎ শরীকদের) ডাকবে। কিন্তু এরা তাদের কোন উত্তর দিবে না এবং তারা আয়াব দেখতে পাবে। হায়, তারা যদি হেদায়াত পেয়ে যেত!

৬৬। আর (শ্বরণ কর সেদিনকে) যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন এবং জিঞ্জেস করবেন, ‘তোমরা রসূলদের কী উত্তর দিয়েছিলেন?’

★ ৬৭। এরপর সেদিন তাদের কাছে সব বিষয়^{২২৭} অস্পষ্ট হয়ে যাবে^{২২৮}। আর তারা একে অপরকে প্রশ্ন করবে না।

৬৮। ^٣ অতএব যে তওবা করবে, ঈমান আনবে এবং সৎ কাজ করবে সে অচিরেই সফল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে^{২২৯}।

৬৯। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যা চান সৃষ্টি করেন এবং (যাকে চান) মনোনীত করেন। আর (এ ক্ষেত্রে) তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ পরম পবিত্র এবং যাকে তারা শরীক সাব্যস্ত করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

৭০। ^٤ আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাও জানেন যা তাদের বক্ষ গোপন করে এবং তাও (জানেন) যা তারা প্রকাশ করে।

وَقِيلَ أَذْعُوا شُرَكَاءَ كُفَّارَهُمْ
فَلَمَّا يَسْتَجِنُو لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ
لَوْا تَهْمَمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ^৩

وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَكَرْتُ
أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ^৪

فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ الْأَبْيَاءُ يَوْمَئِذٍ
فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ^৫

فَإِمَامَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ^৬

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا
كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مُسْبِخُنَ اللَّهُو
تَعْلَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ^৭

وَرَبُّكَ يَغْلِمُ مَا شِئْنَ صُدُورُهُمْ وَ
مَا يُغِلِّنُونَ^৮

দেখুন : ক. ১০৪২৯; ১৬৪৬৭ খ. ১০৪২৯-৩০; ১৬৪৮৭ গ. ৫৪১১০; ৭৪৭ ঘ. ২০৪৮৩; ২৫৪৭২ ঙ. ২৪৭৮; ১১৪৬; ১৬৪২৪; ৩৬৪৭৭।

২২২৭। ‘আন্বা’ (রেহাই পাওয়ার জন্য ওজর) বহুবচন, এক বচনে ‘নাবা’ যার অর্থ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, যুক্তি-প্রমাণ, বাণী, ওজর (লেইন এবং কুল্লিইয়াত)। শেষ বিচারের দিন অবিশ্বাসীরা কিংকর্তব্যবিমৃচ্য ও হতাশ হবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। সমস্ত ওজর-আপত্তির যুক্তিহীনতা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার দরজন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাদেরকে একে অন্যের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ দেয়া হবে না।

২২২৮। ‘আমেয়া আলায়হিল আমর’ অর্থাৎ বিষয়টি তার নিকট প্রচল্ল বা বিশৃঙ্খল হয়ে গেল (লেইন)।

২২২৯। ইসলাম ধর্ম মতে অনুশোচনার দ্বার সর্বদা উন্নুক্ত রয়েছে। পাপী ব্যক্তি জীবনের শেষ নিঃশ্঵াস পর্যন্ত তওবা ও অনুত্তাপ করতে পারে। সে কখনো মুক্তির অতীত নয়, যদি না সেই ব্যক্তি বার বার সত্ত্বের অঙ্গীকৃতির মাধ্যমে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অনুশোচনার দ্বার নিজের জন্য নিজেই বক্ত করে দেয়।

৭১। আর তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস নেই। সূচনাতে এবং পরকালেও প্রশংসা তাঁরই। আর তাঁর আদেশই চলে এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

★ ৭২। তুমি বল, ‘আল্লাহ যদি তোমাদের জন্য রাতকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত দীর্ঘ করে দেন তাহলে বলতো দেখি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদের কাছে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা শুনবে না?’

★ ৭৩। তুমি বল, ‘আল্লাহ যদি তোমাদের জন্য দিনকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত দীর্ঘ করে দেন তাহলে বলতো দেখি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য আছে, যে তোমাদের কাছে রাত এনে দিতে পারে যাতে তোমরা স্বন্তি লাভ কর?’^{১২৩০} তবুও কি তোমরা ভেবেচিন্তে দেখবে না?’

৭৪। ^কআর তিনি নিজ কৃপায় তোমাদের জন্য রাত ও দিন এজন্য সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা এতে স্বন্তি লাভ কর এবং তাঁর অনুগ্রহের অনুসন্ধান কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৫। আর (শ্মরণ কর) যেদিন তিনি তাদের ডাকবেন এবং বলবেন, ‘কোথায় ^খআমার সেইসব শরীক যাদের তোমরা (আমার শরীক) মনে করতে?’

৭৬। ^গআর আমরা প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন করে সাক্ষী এনে উপস্থিত করবো এবং বলবো, ‘তোমাদের যুক্তিপ্রমাণ নিয়ে আস।’ অতএব তারা জেনে যাবে, প্রকৃত সত্য আল্লাহরই কাছে রয়েছে এবং যা-ই তারা বানিয়ে বলতো তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

১
[১৫]
১০

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ
فِي الْأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^④

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
الَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ
إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا تَبَّاعِكُمْ بِضَيَّاً
أَفَلَا تَشْمَعُونَ^④

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ
عَلَيْكُمُ التَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا تَبَّاعِكُمْ
بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ وَأَفَلَا
تُبُصِّرُونَ^④

وَمَنْ رَحْمَتْهُ جَعَلَ لَهُمُ الَّيْلَ وَ
النَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا
مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^④

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ آئِنَّ
شَرِكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعَمُونَ^④

وَرَبَّعَنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَا تُوا بُرْهَانُكُمْ فَعَلِمْتُمْ
أَنَّ الْحَقَّ يُلْهِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ^৭

★ ৭৭। *নিশ্য কারন ২৩১ ছিল মুসার জাতির লোক। কিন্তু সে তাদের সাথে নিপীড়নমূলক আচরণ করলো। আর আমরা তাকে এত ধনভান্দার দিয়েছিলাম যে ২৩২ শক্তিশালী লোকদের একটি দলকেও এর চাবিগুলোর ভার নুহয়ে দিত। (শ্঵রণ কর) তার জাতি তাকে যখন বলেছিল, ‘অহঙ্কার করো না, নিশ্য আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

৭৮। আর আল্লাহ তোমাকে যা-ই দান করেছেন এর মাধ্যমে পরকালের ঘর অর্জনের আকাঙ্ক্ষা কর, পার্থিব জীবনে (তোমার জন্য নির্ধারিত) যে অংশ তুমি পেয়েছ সেটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না, সদয় আচরণ কর যেভাবে আল্লাহ তোমার সাথে সদয় আচরণ করেছেন এবং দেশে নেরাজ্য (ছড়াতে) চেয়ো না। নিশ্য আল্লাহ নেরাজ্য সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।’

৭৯। *সে (অর্থাৎ কারন) বললো, ‘আমার অর্জিত জ্ঞানের কারণেই আমাকে এসব কিছু দেয়া হয়েছে।’ সে কি জানতো না নিশ্য আল্লাহ তার পূর্বে কত প্রজন্মকে ধূংস করে দিয়েছেন, যারা শক্তিতে তার চেয়ে প্রবল ও ধনসম্পদের (দিক থেকে) অধিক (সম্পদশালী) ছিল? আর অপরাধীদের (শাস্তি দেয়ার সময়) তাদের পাপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় না।^{২৩৩}

৮০। এরপর সে তার জাতির সামনে তার জমকালো বেশে বের হলো। (এতে) যারা পার্থিব জীবন চাইতো তারা বললো, ‘হায়, কারনকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরও যদি (তা দেয়া) হতো! নিশ্য সে বড় ভাগ্যবান।’

দেখুন : ক. ২৯:৪০; ৪০:২৫ খ. ৩৯:৫০।

২২৩১। কারন (কোরা) অবিশ্বাস্য রকমের ধনী ছিল। সে ফেরাউনের অতি উচ্চ পর্যায়ের আশীর্বাদে পুষ্ট ছিল, খুব সন্তুষ্ট তার কোষাধ্যক্ষ ছিল। মনে হয় সে ফেরাউনের স্বর্ণ-খনির ভারগ্রাম কর্মকর্তা ছিল এবং খনি খুঁড়ে স্বর্ণ বের করার একজন বিশেষজ্ঞ ছিল। মিসরের দক্ষিণাঞ্চলে ‘কারন’ এলাকা স্বর্ণের খনির জন্য বিখ্যাত ছিল। সংযুক্ত ‘আন’ অথবা ‘অন’ (অর্থাৎ ‘স্তুতি’ অথবা ‘ক্রিগ’) মিলিত ‘কুর-অন’ শব্দের মর্মার্থ, ‘কারন’ থাম বা স্তুতি’ এবং এটা ছিল ফেরাউনের খনিজসম্পদ দণ্ডের মন্ত্রীর উপাধি। সে একজন ইসরাইলী ছিল এবং হযরত মুসা (আঃ)কে বিশ্বাস করতো বলে বর্ণিত আছে। ফেরাউনের নিকট থেকে সুবিধা পাওয়ার জন্য কারন স্বগোত্রীয় লোকদের ওপর নির্যাতন করতো এবং তাদের প্রতি উদ্বৃত্ত আচরণ করতো। এর ফলে ঐশ্বী আযাব তার ওপর নেমে এসেছিল এবং সে ধূংস হয়েছিল।
২২৩২। ‘মাফতিহ’-‘মাফ্তা’ এবং ‘মফ্তা’ উভয় শব্দের বহুবচন। প্রথমোক্ত শব্দের অর্থ গুপ্ত ভাষার, সঞ্চিত সম্পদ এবং শেষেৰ শব্দের অর্থ চাবি (লেইন)।

২২৩৩ টাকা পরবর্তী পঠান্তি দ্রষ্টব্য

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُّؤْسِى فَبَغَى
عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ تَّبَيَّنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا رَأَى
مَفَاتِحَهُ لَتَنَوَّأْ بِالْعُضَبَةِ أُولَئِ
الْقُوَّةِ قَرِادٌ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَخْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَ^④

وَابْتَغَ فِيمَا أَشْكَى إِلَهُ الدَّارِ الْآخِرَةِ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ
آخِسِنْ كَمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ^⑤

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُمْ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيْ دِ
أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ
قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ
قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمِيعًا وَلَا يُشَكِّلُ عَنْ
دُنْوِيهِمُ الْمُجْرِمُونَ^⑥

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ وَقَالَ
الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
يَلْيَسِتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ وَإِنَّهُ
لَذُو حَظٍ عَظِيْمٍ^⑦

৮১। আর যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বললো, ‘তোমাদের জন্য আক্ষেপ! যে ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তার জন্য আল্লাহর (দেয়া) পুরস্কারই অতি উত্তম। ধৈর্যশীলদেরই কেবল এ (তত্ত্বজ্ঞান) দেয়া হয়।’

★ ৮২। ^ক এরপর আমরা তাকে ও তার ঘরবাড়ী মাটিতে গেড়ে দিলাম। আল্লাহর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার কোন দল তার ছিল না। আর সে (আল্লাহর নিয়তি) ব্যর্থ করতে পারলো না।

৮৩। আর যারা একদিন পূর্বেও তার (অর্থাৎ কারখনের) অবস্থান (লাভের) আকাঙ্ক্ষা করেছিল এমন অবস্থায় (তাদের) ভোর হলো যে তারা বলতে লাগলো, ‘হায় আক্ষেপ! ^খ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে যার জন্য চান রিয়্ক প্রসারিত করে দেন এবং (যার জন্য চান) সংকুচিত করে দেন। আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করে থাকতেন তাহলে আমাদেরও ^৮ (মাটিতে) গেড়ে দিতেন। হায় আক্ষেপ! কাফিররা কখনো ^৭ ১১ সফল হয় না।’

৮৪। ^গ এটি হলো পরকালের ঘর। পৃথিবীতে যারা বড়াই এবং বিশৃঙ্খলা (সৃষ্টি) করতে চায় না আমরা (এটি) তাদের জন্য নির্ধারিত করে থাকি। আর মুত্তাকীদের জন্যই উত্তম পরিণাম।

৮৫। ^ঘ যে-ই কোন পুণ্য নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য এর চেয়ে উত্তম (প্রতিদান) থাকবে। আর যে পাপ নিয়ে উপস্থিত হবে সেক্ষেত্রে যারা পাপ করে থাকবে তাদের কৃতকর্মের সমপরিমাণ প্রতিফলই কেবল (তাদের) দেয়া হবে^{১৩৪}।

৮৬। নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কুরআনের (ওপর আমল করা) বাধ্যতামূলক করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে (সেই) স্থানে ফিরিয়ে আনবেন^{১৩৫} (যেখানে লোকেরা) বার বার গমন করে থাকে। তুমি বল, ^ঙ ‘আমার প্রভু-প্রতিপালক (তাকে) ভালভাবে জানেন, যে হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং (তাকেও ভালভাবে জানেন) যে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় রয়েছে।’

দেখুন ৪ ক. ২৯৪৪১ খ. ১৩৪২৭; ২৯৪৬৩; ৩৪৪৩৭ গ. ৭৪১৭০; ১৬৪৩১ ঘ. ৪৪১২৫; ৬৪১৬১; ১৭৪৮; ৪১৪৪৭; ৯৪৪-৯ ঙ. ১৭৪৫।

২২৩৩। কাফিরদের অপরাধ এতই স্পষ্ট হবে যে তা প্রমাণ করার জন্য আর কোন অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হবে না। অথবা এর অর্থ হলো, পাপিষ্ঠদের পাপসমূহ এবং দুঃতিসমূহ স্পষ্ট ও উন্মুক্ত বলে তাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য আর কোন সুযোগ দেয়া হবে না।

২২৩৪। ক্ষতিপূরণের ঐশ্বী-বিধান এরূপে কাজ করে যে কার্যত সৎ কাজের পুরস্কার বহুগুণে বেশি হয় এবং মন্দ কর্মের শাস্তি দোষী ব্যক্তির প্রাপ্য শাস্তি অপেক্ষা কম হয় অথবা খুব বেশি হলে তার সমপরিমাণ হয়।

২২৩৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَّهُمْ
ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا جَ وَلَا يُلْقِي هَا إِلَّا الصَّابِرُونَ^{১৩}

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِهِارَةُ الْأَرْضَ تَدَفَّقَ
كَانَ لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ بِتَنْصُرِهِ مِنْ دُونَ
اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَةً
بِإِلَّا مَمِسَ يَقُولُونَ وَيَعْكَانَ اللَّهَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ جَلَوْلَاهَ أَنْ مَنْ مَنَ اللَّهُ
عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاءَ وَيَكَانَةً لَا يُفْلِحُ
الْكُفَّارُونَ^{১৪}

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ
لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقْبِينَ^{১৫}

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَاتِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَا يُجزَى الَّذِينَ
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ^{১৬}

إِنَّ الَّذِينَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لَرَآدُكَ لِإِنْ مَعَاهُ قُلْ رَبِّيْ أَعْلَمُ مَنْ
جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَّلٍ
مُّبِينٍ^{১৭}

৮৭। আর তোমাকে কিতাব দান করা হোক, এমন কোন আকাঙ্ক্ষা তুমি করতে না। ^১কিন্তু (এ দান) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কৃপাবিশেষ। অতএব তুমি কখনো কাফিরদের সাহায্যকারী হয়ো না।

৮৮। আর আল্লাহর আয়াতসমূহ তোমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর এর (অনুসরণ করা) থেকে তারা যেন তোমাকে কখনো বিরত করতে না পারে। আর তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে (মানব জাতিকে) ডাকতে থাক এবং তুমি কখনো মুশারিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৮৯। ^১আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডেকো না। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর সত্তা ছাড়া সব

৯
১২ কিছুই ধ্বংসশীল।^২

আধিপত্য তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ
الْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا
تَكُونُنَّ ظَهِيرًا لِّلْكُفَّارِينَ^৩

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنِ ابْتِيلَكَ بَعْدَ إِذْ
أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَإِذْ عُرِلَى رَّبِّكَ وَلَا
تَكُونُنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^৪

وَلَا تَذْغُ مَعَ النَّهَارَ لَأَنَّهَا أَخْرَمَ لَارَلَه^৫
إِلَّا هُوَنَ كُلُّ شَيْءٍ هَاهِلَكَ إِلَّا وَجْهَهُ^৬
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ^৭

দেখুন : ক. ১৭৪৮; খ. ১০৪১০৭; ১৭৪৪০; ২৬৪২১৪।

২২৩৫। কোন কোন পশ্চিত ব্যক্তির মতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল নবী করীম (সা:) এর মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার পথে।

এতে এক মহা ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল, একদিন তাঁকে মক্কা ছেড়ে যেতে হবে এবং পরে তিনি বিজয়ীর বেশে এতে প্রত্যাবর্তন' করবেন। আয়াতটি এই সূরার উপর্যুক্ত পরিশিষ্ট। এই সূরা আঁ হ্যরত (সা:) এর সদৃশ মূসা (আ:) এর জীবনেতিহাসের কিছুটা বৃত্তান্ত দিয়েছে। মূসা (আ:) মিসর থেকে হিজরত করেছিলেন এবং মিদিয়ানে দশ বছর বসবাস করে ছিলেন—ঐ বছরগুলো ছিল তাঁর সম্মুখে অপেক্ষমান মহান কর্মের জন্য প্রস্তুতি পর্ব। তাঁরপর তিনি ঐশ্বী-বাণী নিয়ে মিসর ফিরে গেলেন এবং ফেরাউনের দাসত্ব বন্ধন থেকে ইসরাইলীদেরকে মুক্ত করতে কৃতকার্য হলেন। অনুরূপভাবে নবী করীম (সা:) মক্কা থেকে হিজরত করেছিলেন এবং তাঁর জীবনের অতি মূল্যবান দশটি বছর মদীনায় অতিবাহিত করেছিলেন। সে সময়কাল ছিল তাঁর বিশ্বাসের কেন্দ্র এবং আশ্রয়স্থল মক্কা বিজয়ের মহান লক্ষ্যে প্রস্তুতির সময়। তিনি বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরে গেলেন। তাঁর জীবনের ব্রত সম্পূর্ণভাবে সফল হলো।

২২৩৬। 'ওয়াজলুন' অর্থ সত্তা স্বয়ং, চেহারা, দলনেতা, কোন উদ্দেশে কারো লেগে থাকা, কারো কোন স্থানে যাওয়া বা মনোযোগ দেয়া, খুশী, অনুগ্রহ, নিমিত্ত, ইত্যাদি (লেইন)।